যুগান্তর

04 MAR 2017

যশোর সরকারি এমএম কলেজ

শিক্ষামন্ত্রীর জন্য তড়িঘড়ি হীরকজয়ন্তী উৎসব!

যশোর ব্যুরো

যশোরের ঐতিহ্যবাহী সরকারি মাইকেল মধুসূদন (এমএম) কলেজের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে তড়িঘড়ি করে 'হীরকজয়ন্তী উৎসব' আয়োজন করা হয়েছে। ২ মার্চ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলেও রেজিস্ট্রেশনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ২৫ ফেব্রুয়ারি। এ নিয়ে ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে। ২ মার্চ স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়— ২২ মার্চ হীরকজয়ন্তী উৎসব। এর এক দিন পরই বলা হচ্ছে ২৩ মার্চ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষামন্ত্রীর জন্য তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। তিনি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। কিন্তু কেন এত তড়িঘড়ি করে হীরকজয়ন্তী উৎসব সেটি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জানতে চাইলে এমএম কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মিজানুর রহমান বলেন, শিক্ষামন্ত্রীর সিডিউল পাচ্ছিলাম না। তিনি প্রথমে ২২ মার্চ সময় দিয়েছিলেন। ২ মার্চ বিকেলে জানিয়েছেন ২৩ তারিখ আসবেন। এজন্য হীরকজয়ন্তী উৎসবের দিন পরিবর্তন করা হয়েছে। গত বছরের ২৫ জুন বঙ্গভবনে মন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন এমএম কলেজে আসবেন। তাই তার সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম। এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হীরকজয়ন্তী উৎসব তাই শিক্ষামন্ত্রীকে প্রধান অতিথি করা হয়েছে। সময় অল্প হলেও অসুবিধা নেই। যারা আসবেন তারা এ সময়ের মধ্যে নিবন্ধন করবেন। তবে একটু বেশি সময় দরকার ছিল এটা সত্য। তারপরও যারা রেজিস্ট্রেশন করবেন, তাদের নাম স্মরণিকায় প্রকাশিত হবে। এজন্য সময় বাড়ানো যাচ্ছে না। যেনতেনভাবে হলেও ২৩ মার্চ অনুষ্ঠান হবে বলে জানান অধ্যক্ষ। ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত এমএম কলেজের ৭৫ বছর পূর্তি হয়েছে ২০১৬ সালে। ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে কলেজ কর্তৃপক্ষ আয়োজন করছে হীরকজয়ন্তী উৎসব। ২ মার্চ বিজ্ঞাপনে বলা হয়— ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত চলবে রেজিস্ট্রেশন। অনলাইনে ও সরাসরি নিবন্ধন করা যাবে। অথচ অনলাইনে ঠিকানা mmchirakjoyanti.info শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত আন্ডার কন্সট্রাকশন দেখা গেছে। তারপরও মাত্র ১০ দিনের নোটিশে হীরকজয়ন্তী উৎসবের নিবন্ধন প্রক্রিয়া শেষ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।